লেন্স এশিয়া

LENS ASIA

৭ নভেম্বর, ২০২৬

স্টিকারই সড়কের আইন, ট্রাফিক পরিদর্শকের মাসে আয় ২০ লাখ



(টিআই) মো. দেলোয়ার হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর কুড়িল বিশ্বরোড থেকে পূর্বাচলের ৩০০ ফুট এক্সপ্রেসওয়ে। প্রতিদিন কয়েক লাখ যাত্রী এবং হাজার হাজার পণ্য ও যাত্রীবাহী যানবাহন চলাচল করে গুরুত্বপূর্ণ এই সড়ক দিয়ে। অথচ এখানে ট্রাফিক আইন প্রয়োগের চেয়ে নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা ও বিশেষ স্টিকারের মাধ্যমে যানবাহন চলাচলের সুযোগ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। তিনি ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গুলশান ট্রাফিক বিভাগের কুড়াতলী ট্রাফিক পুলিশ বক্সের পরিদর্শক (টিআই) মো. দেলোয়ার হোসেন।

দীর্ঘ অনুসন্ধানে জানা যায়, অনুমোদনহীন সিএনজি, ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা, প্রাইভেটকার, কাভার্ডভ্যান, বাস ও ভারী যানবাহন থেকে নিয়মিত মাসোহারা আদায় করা হচ্ছে। বিভিন্ন পরিবহন খাতের এই লেনদেনের পরিমাণ মাসে অন্তত ১৯ থেকে ২০ লাখ টাকা বলে অভিযোগ রয়েছে। এ কাজে দেলোয়ারের সঙ্গে কয়েকজন লাইনম্যান যুক্ত রয়েছেন বলেও অনুসন্ধানে উঠে এসেছে। চালক ও পরিবহনসংশ্লিষ্টদের কাছে তিনি ‘রাস্তার মাফিয়া’ হিসেবে পরিচিত বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুসন্ধানে কুড়িল ও ৩০০ ফুট সড়ক ঘিরে ছয়টি খাতে মাসিক টাকা আদায়ের হিসাব পাওয়া গেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় অংশ আসে সিএনজিচালিত অটোরিকশা থেকে। কুড়িল এলাকায় চলাচলকারী প্রায় ৪০০ সিএনজির ৯৯ শতাংশেরই রাজধানীতে চলাচলের অনুমতি নেই। এর মধ্যে অন্তত ২০০টি সিএনজি থেকে লাইনম্যান সেলিমের মাধ্যমে গাড়িপ্রতি মাসে ৩ হাজার টাকা করে নেওয়া হয়। এ খাত থেকে মাসিক আদায়ের পরিমাণ প্রায় ৬ লাখ টাকা।

ভারী যানবাহনের ক্ষেত্রেও রয়েছে নির্দিষ্ট মাসিক হিসাব। দিনে রাজধানীতে মাটি, বালু ও পাথরবোঝাই ভারী যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও ৩০০ ফুট সড়কে অন্তত ১৫টি রেডিমিক্স ও ড্রাম ট্রাক কোম্পানির গাড়ি চলাচল করছে। কোম্পানিভেদে মাসে ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা করে দিতে হয় বলে অভিযোগ। এ খাত থেকে প্রায় ৪ লাখ টাকা আদায় করা হয়।

কুড়িল বিশ্বরোড থেকে রূপগঞ্জের গাউছিয়া রুটে চলাচলকারী প্রায় ১৫০টি প্রাইভেটকার থেকেও মাসোহারা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। দেলোয়ারের অন্যতম সহযোগী হিসেবে পরিচিত লাইনম্যান কাউসার গাড়িপ্রতি মাসে ২ হাজার টাকা করে আদায় করেন। এতে মাসে প্রায় ৩ লাখ টাকা আসে। এর বাইরে স্থানীয় নেতাদের নামে প্রতিদিন ১০০ টাকা করে দিতে হয় বলে অভিযোগ করেছেন সংশ্লিষ্টরা।

কাভার্ডভ্যান কোম্পানিগুলোর কাছ থেকেও নিয়মিত টাকা নেওয়া হয়। কুড়িল ও ৩০০ ফুট সড়কে চলাচলকারী ২০ থেকে ২৫টি কোম্পানির গাড়িপ্রতি মাসে ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা করে আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। এ খাত থেকে মাসে প্রায় আড়াই লাখ টাকা আসে।

এক্সপ্রেসওয়েতে চলাচল নিষিদ্ধ ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার ক্ষেত্রেও রয়েছে আলাদা ব্যবস্থা। এসব গাড়ির লাইনম্যানদের কাছ থেকে সপ্তাহে ৫০ হাজার টাকা করে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। সে হিসাবে মাসে আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ২ লাখ টাকা।

বাস ও পার্কিং থেকেও টাকা আদায়ের তথ্য পাওয়া গেছে। লোকাল ও দূরপাল্লার বাস কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে কোম্পানিভেদে ১ থেকে ৩ হাজার টাকা নেওয়া হয়। এ ছাড়া ফুটপাত ও সড়ক দখল করে গড়ে ওঠা পিকআপ স্ট্যান্ড থেকে লাইনম্যান আজিজের মাধ্যমে মাসে ১২ হাজার টাকা, দেওয়ান পরিবহন থেকে ১০ হাজার এবং বিআরটিসির পার্কিং থেকে ২০ হাজার টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এসব খাত মিলিয়ে মাসে প্রায় দেড় লাখ টাকা আদায়ের হিসাব দেওয়া হয়েছে।

৩০০ ফুট এক্সপ্রেসওয়েতে নিষিদ্ধ ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলাচলের ক্ষেত্রে বিশেষ স্টিকার ব্যবহারের অভিযোগও রয়েছে। অনুসন্ধানের সময় প্রথমে ‘স্ন্যাপব্যাক’ লেখা স্টিকার ব্যবহার করতে দেখা যায়। পরে সেটির পরিবর্তে ‘বেসবল বল’-এর ছবি সংবলিত নতুন স্টিকার দেওয়া হয় বলে জানা গেছে। চালকদের বক্তব্য, গাড়িতে এই স্টিকার থাকলে ট্রাফিক সার্জেন্টরা মামলা করেন না। আর স্টিকার না থাকলে গাড়ি ডাম্পিংয়ে পাঠানো হয়। চালকদের কাছে এসব স্টিকার কার্যত পুলিশের অনুমতিপত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

নগদ টাকার পাশাপাশি মোবাইল আর্থিক সেবার মাধ্যমেও টাকা আদায়ের তথ্য পাওয়া গেছে। একটি ড্রাম ট্রাক কোম্পানির আর্থিক লেনদেনের নথিতে দেখা যায়, দেলোয়ারের দেওয়া একটি বিকাশ নম্বরে নিয়মিত বড় অঙ্কের টাকা পাঠানো হতো। নম্বরটি যাচাই করে ‘দেলোয়ার সুমন’ (Delowar Sumon) নামে নিবন্ধিত পাওয়া গেছে।

কুড়িল-গাউছিয়া রুটের এক প্রাইভেটকারচালক অভিযোগ করে বলেন, “গাড়ির কাগজ ঠিক থাক বা না থাক, কুড়িলে গাড়ি নামাতে হলে টিআই দেলোয়ারের মাছুলি দিতেই হবে। লাইনম্যান কাউসার সব নিয়ন্ত্রণ করে। টাকা না দিলে সার্জেন্ট ডেকে মামলা দেওয়া হয়, গাড়ি ডাম্পিংয়ে পাঠানো হয়।”

প্রায় ১০ বছর আগে কাগজপত্রের মেয়াদ শেষ হওয়া এক সিএনজিচালক বলেন, “আমাদের কোনো ভয় নেই। বিশ্বরোডের মালিক দেলোয়ার স্যার। তাঁর টোকেন থাকলে পুলিশ গাড়ি ধরে না।”

দেলোয়ারের বিরুদ্ধে বদলির আদেশ বাতিল হওয়ার ঘটনাও রয়েছে। ২০২৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর এক অফিস আদেশে তাঁকে কুড়িল থেকে মহাখালী ট্রাফিক জোনে বদলি করা হয়। কিন্তু দুই দিনের মাথায় সেই আদেশ বাতিল হয়ে যায়। এরপর তিনি আবারও কুড়িলেই দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অদৃশ্য তদবির ও দেনদরবারের কারণে বদলির আদেশ বাতিল হয়। এ ঘটনার পর তাঁকে বদলির আদেশ দেওয়া উপপুলিশ কমিশনারকেও গুলশান বিভাগ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

অভিযোগের বিষয়ে বক্তব্য জানতে কুড়াতলী পুলিশ বক্সে যোগাযোগ করা হলে প্রথমে সাংবাদিকদের সঙ্গে দেখা করতে গড়িমসি করেন টিআই মো. দেলোয়ার হোসেন। পরে সড়কে দায়িত্ব পালনকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সব অভিযোগ অস্বীকার করেন তিনি। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন, “এসব সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আপনাদের কাছে কোনো প্রমাণ থাকলে তা প্রকাশ করে দিতে পারেন।”

এ বিষয়ে ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (ট্রাফিক) মো. আনিছুর রহমান বলেন, “আমি বিষয়টি মোটেই অস্বীকার করছি না। সড়কে এই ধরনের অনিয়মের ব্যাধি অনেক গভীরে প্রোথিত এবং দীর্ঘদিনের একটি সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি রাতারাতি ভাঙা কঠিন হলেও আমরা নিয়মিত তদারকি করছি।”
অনুসন্ধানে পাওয়া সুনির্দিষ্ট তথ্য ও প্রমাণ খতিয়ে দেখে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কঠোর বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

LENS ASIA